সমকাল
15 JUL 2025

বাণিজ্যের বাইরের শর্ত নিয়েই মূল দরকষাকষি

মেসবাহুল হক

যুক্তরাষ্ট্রের বাড়তি শুল্ক

- তৃতীয় দফা আলোচনা আগামী সপ্তাহে : বাণিজ্য উপদেষ্টা
- জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পরামর্শ অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের
- শুল্কমুক্ত সুবিধা চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বড় তালিকা

বাংলাদেশি পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের আরোপ করা ৩৫ শতাংশ শুল্ক কমানোর আলোচনায় বাণিজ্যের বাইরেও অন্যান্য বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাণিজ্যের বাইরের বিভিন্ন শর্ত নিয়েই মূল দরকষাকষি হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির (ইউএসটিআর) কার্যালয়ের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিতীয় দফার বৈঠকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে এমন তথ্য জানা গেছে। গত সপ্তাহে ওয়াশিংটনে ওই বৈঠক হয়।

এদিকে, ওয়াশিংটন থেকে ফিরে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন গতকাল সোমবার ব্যবসায়ী ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে বাণিজ্যের বাইরে বিভিন্ন শর্তের বিষয়টি উল্লেখ করলেও বাণিজ্য উপদেষ্টা বিস্তারিত কিছু বলেননি। কেননা ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্ভাব্য শুল্ক চুক্তির বিষয়ে আগে থেকে প্রকাশ না করার বিষয়ে সরকারের চুক্তি রয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে বাণিজ্য উপদেষ্টা অনেক প্রশ্নের জবাব দেননি। না দেওয়ার কারণ উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের নন-ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট (গোপনীয়তার চুক্তি) রয়েছে। এর ফলে বিস্তারিত বলা সম্ভব নয়।

এদিকে গতকালের বৈঠক শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তৃতীয় পর্যায়ের আলোচনা হবে। এ জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। আলোচনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সময় চাওয়া হয়েছে। আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় পাওয়া যাবে। আশা করা যাচ্ছে, বাংলাদেশ তার সক্ষমতা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারবে। আগামী ১ আগস্টের আগেই যৌক্তিক পর্যায়ে শুল্ক নির্ধারণে সক্ষম হবে। প্রসঙ্গত, ১ আগস্ট থেকে বাংলাদেশের পণ্যে ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ হবে জানিয়ে বাংলাদেশকে চিঠি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তবে আলোচনার দরজা খোলা রাখার কথাও জানিয়েছে দেশটি।

সংবাদ সম্মেলনে বাণিজ্য সচিব মো. মাহবুবুর রহমান বলেন, 'পাল্টা শুল্ক আরোপের ঘোষণা বাংলাদেশের জন্য সম্ভাব্য বড় ধরনের অভিঘাত বলে আমরা গুরুত্ব দিয়েই কাজ করছি। কিছু কাজ করা হয়েছে, আরও কিছু করতে হবে। তার অংশ হিসেবে আমরা অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা করলাম। তাদের মতামত নিলাম।'

ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শুল্ক আলোচনা হচ্ছে। আলোচনার অগ্রগতি সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের যা অবহিত করা হয়েছে, তাতে আমরা সন্তুষ্ট।

বাণিজ্যের বাইরের ইস্যু

সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্র একটি ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি চাচ্ছে, যার মধ্যে নিরাপত্তা ইস্যুও থাকবে। এর মানে দাঁড়ায়, তারা শুধু বাণিজ্য নয়, বৃহত্তর কৌশলগত ক্ষেত্রে ঢাকার সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে চায়। এর মূল উদ্দেশ্য বাংলাদেশ যেন চীনের দিকে অতিরিক্ত না ঝোঁকে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা শুধু বাণিজ্যতে সীমাবদ্ধ নয়; বিস্তৃত কৌশলগত সম্পর্কের বিষয়ও রয়েছে।

সূত্র জানায়, যুক্তরাষ্ট্র চায় বাংলাদেশ যেন তার ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজির (আইপিএস) পক্ষে থাকে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিস্তৃত কৌশল, যার লক্ষ্য হচ্ছে পুরো অঞ্চলে অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা সহযোগিতা জোরদার করে চীনের প্রভাব মোকাবিলা করা। শুল্ক আলোচনার সময় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে চীনের বাড়তে থাকা ব্যবসা-বিনিয়োগ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। দেশটি চায়, বাংলাদেশ চীনের সঙ্গে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ উৎসাহিত না করুক।

সূত্র আরও জানায়, আরও কিছু স্পর্শকাতর শর্তে বাংলাদেশ দরকষাকষি করছে। এমন শর্ত রয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্র যদি কোনো দেশকে নিষেধাজ্ঞা দেয়, তবে বাংলাদেশকেও তা মেনে চলতে হবে। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া দেশের সঙ্গে বাংলাদেশকেও ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগসংক্রান্ত কার্যক্রম থেকে বিরত থাকতে হবে। তা ছাড়া যেসব মার্কিন পণ্যকে বাংলাদেশ শুল্কমুক্ত সুবিধা দেবে, সেগুলো অন্য কোনো দেশকে না দেওয়ার শর্ত রয়েছে।

জ্বালানি উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান গত রোববার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের জানান, দ্বিতীয় দফা আলোচনায় একটি প্রাথমিক ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যেখানে তারা নিরাপত্তা উদ্বেগসহ বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে চায়।

CamScanner

15 JUL 2025

সমকাল

15 JUL 2025

তিনি আরও বলেন, আমেরিকার কিছু কৌশলগত বিষয়ে রয়েছে। তার মধ্যে নিরাপত্তা ও অন্য দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পবন্দর ও রাজস্ব অধিকতর গতিশীল করার জন্য সরকার গঠিত কমিটি আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা এ কথা বলেন। তিনি ওই কমিটির প্রধান।

অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক

বাণিজ্য উপদেষ্টাসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান, বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম, বাংলাদেশ চেম্বারের সভাপতি আনওয়ার উল আলম চৌধুরী পারভেজ, অ্যাপেক্স ফুটওয়্যারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর, সানেমের নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক সেলিম রায়হান, পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান মাসরুর রিয়াজ, র‍্যাপিডের চেয়ারম্যান ড. আবদুর রাজ্জাক, ট্যারিফ কমিশনের সাবেক সদস্য মোস্তফা আবিদ খান, এফবিসিসিআইর প্রশাসক মো. হাফিজুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বৈঠকে বাণিজ্য উপদেষ্টা জানিয়েছেন, শুল্ক আলোচনায় বাণিজ্যের বাইরেও অন্যান্য বিষয় রয়েছে। তবে গোপনীয়তার চুক্তি উল্লেখ করে বৈঠকেও তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত বলতে রাজি হননি। যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা উদ্বেগ নিয়ে জ্বালানি উপদেষ্টার বক্তব্যের বিষয়টি গতকাল বাণিজ্য উপদেষ্টার সঙ্গে ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে বৈঠকেও উঠে আসে। এ বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাননি বাণিজ্য উপদেষ্টা। তবে বৈঠকে ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদদের পক্ষ থেকে পরামর্শ দেওয়া হয়, এসব ক্ষেত্রে যেন দেশের স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

সূত্র জানায়, বৈঠকে দরকষাকষির ক্ষেত্রে লবিস্ট নিয়োগ দেওয়ার প্রস্তাব আসে। তবে বাণিজ্য উপদেষ্টা জানান, গোপনীয়তার চুক্তি থাকার কারণে লবিস্ট নিয়োগ দেওয়া সম্ভব নয়। ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানিকারক ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর সহযোগিতা নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, সরকার ইউএসটিআরের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রেখেছে। তবে দেশের ব্যবসায়ী সংগঠনগুলো নিজ উদ্যোগে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাইলে করতে পারে।

বৈঠকে ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, শেষ পর্যন্ত পাল্টা শুল্ক যেন প্রতিযোগী দেশ ভিয়েতনাম, ভারত ও কম্বোডিয়ার চেয়ে বেশি না হয়। সরকারের পক্ষ থেকে শুল্ক কিছুটা হলেও কমবে এমন আশ্বাস পাওয়া গেছে বলে জানানো হয়।

পাঁচ বছর মেয়াদি রোডম্যাপ করার পরামর্শ

বৈঠক সূত্রে আরও জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনতে পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য একটি রোডম্যাপ বা পথনকশা দেওয়ার জন্য সরকারকে পরামর্শ দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। যুক্তরাষ্ট্র থেকে কোন কোন পণ্যের আমদানি আরও বাড়ানো যায়, সে বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন তারা। এ প্রসঙ্গে গত বাজেটে তুলা আমদানিতে ২ শতাংশ যে অগ্রিম আয়কর (এআইটি) আরোপ করা হয়, তা প্রত্যাহারের প্রস্তাব দেন ব্যবসায়ীরা। জানা গেছে, সরকার এ প্রস্তাবে রাজি হয়েছে। যে কোনোদিন এ ব্যাপারে প্রজ্ঞাপন জারি হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা তুলায় উৎপাদিত তৈরি পোশাকে সে দেশে শুল্কমুক্ত সুবিধার প্রস্তাব আলোচনার টেবিলে উত্থাপনের জন্য সরকারকে পরামর্শ দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিকারক দুই সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ দীর্ঘ দিন ধরে এ বিষয়ে লবিং করে আসছে।

বৈঠকের আলোচনার বিষয়ে জানতে চাইলে তৈরি পোশাক খাতের নিট ক্যাটেগরির সংগঠন বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম সমকালকে বলেন, দু'দেশের মধ্যে আলোচনার বিষয় এবং অগ্রগতি প্রকাশ না করার শর্ত থাকায় অনেক কিছুই বাণিজ্য উপদেষ্টা বলতে পারেননি। তবে যতটুকু ইঙ্গিত পাওয়া গেছে তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সরকারের আলোচনা ইতিবাচক মনে হয়েছে। তিনি বলেন, 'আশা করি, শুল্কভার কিছুটা কমবে। পণ্যের উৎসবিধির শর্তও শিথিল হবে। তবে কোনে কিছুই এখনও চূড়ান্ত নয়।'

যুক্তরাষ্ট্রের তুলায় উৎপাদিত পোশাকে শুল্কমুক্ত সুবিধার প্রস্তাব প্রসঙ্গে মোহাম্মদ হাতেম বলেন, আমেরিকান কটন গ্রোয়ার অ্যাসোসিয়েশন (এসিজিএ) এ বিষয়ে সে দেশের সরকারের ওপর চাপ দিয়ে আসছে। বাংলাদেশ এখানে জোর দিলে মার্কিন সরকার রাজি হতে পারে।

শুল্কমুক্ত সুবিধা চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বড় তালিকা

প্রস্তাবিত চুক্তির আওতায় বাংলাদেশে শুল্কমুক্ত সুবিধা চেয়ে পণ্যের বড় তালিকা পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশ বহু বছর ধরে অনেক মার্কিন পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা দিয়ে আসছে। যেমন তুলা, গম, সয়াবিন বীজ ও তেল এবং অন্যান্য কৃষিপণ্য আমদানিতে শুল্ক নেই। তালিকার কোন কোন পণ্যে নতুন করে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়া যায়, তা নিয়ে এনবিআর অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করবে। এর বাইরেও অশুল্ক বাধা, মেধাস্বত্ব, সরকারি কেনাকাটা, ভর্তুকি, শ্রম অধিকারসহ বেশ কিছু ইস্যু সমাধানে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা সমন্বিতভাবে কাজ করছে।

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিতীয় দফার শুল্ক আলোচনার তৃতীয় ও শেষ দিনের বৈঠক শুক্রবার ওয়াশিংটন ডিসিতে শেষ হয়। বৈঠকের পর শনিবার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এবং ওয়াশিংটন ডিসির বাংলাদেশ দূতাবাসের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বৈঠকে আরও কিছু বিষয়ে দুই দেশ একমত হলেও কয়েকটি বিষয় এখনও অমীমাংসিত রয়ে গেছে।

গত ২ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উপর পাল্টা শুল্ক আরোপ করে। এ শুল্ক আরোপ করার পর বিশ্ববাণিজ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়লে ৭ এপ্রিল এ শুল্ক ৯ জুলাই পর্যন্ত স্থগিত করা হয়। গত ৮ জুলাই প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে পাঠানো এক চিঠিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বাংলাদেশের পণ্য আমদানিতে ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের কথা জানান। নতুন এ শুল্কহার ১ আগস্ট থেকে কার্যকর হওয়ার কথা।

ঢাকা।

প্রথম আলো
15 JUL 2025

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে অতিনির্ভরতা, ঝুঁকিতে চট্টগ্রামের অনেক কারখানা

যুক্তরাষ্ট্রের বাজার

চট্টগ্রামের মোট পোশাক প্রতিষ্ঠানের ৭০ শতাংশই যুক্তরাষ্ট্রের বাজারনির্ভর। ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক বড় ঝুঁকিতে ফেলেছে চট্টগ্রামের উদ্যোক্তাদের।

মাসুদ মিলাদ, *চট্টগ্রাম*

সাড়ে তিন দশক আগে কোটাসুবিধায় যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রথম পোশাক রপ্তানি করেছিলেন এশিয়ান গ্রুপের তখনকার তরুণ উদ্যোক্তা মোহাম্মদ আবদুস সালাম। ২০০৫ সালে ১ জানুয়ারি কোটাপ্রথা উঠে গেলেও ক্রেতারা ছেড়ে যাননি তাঁকে; বরং মার্কিন ক্রেতাদের চাহিদা মেটাতে পোশাকের নতুন নতুন কারখানা গড়ে তুলেছেন তিনি। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে গ্রুপটির ১৩ কারখানার ৭টিই শতভাগ পোশাক রপ্তানি করেছে শুধু যুক্তরাষ্ট্রে। সব মিলিয়ে এশিয়ান গ্রুপের মোট রপ্তানির ৯০ শতাংশই রপ্তানি হচ্ছে বড় এই বাজারে।

আবদুস সালামের মতো চট্টগ্রামের উদ্যোক্তাদের যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীলতা বেশি। এই অতিনির্ভরতাকে এখন ঝুঁকি হিসেবে দেখছেন তাঁরা। কারণ, আগামী ১ আগস্ট থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাড়তি ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন ট্রাম্প। পাল্টা শুল্কের বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে এখনো দর-কষাকষি চলছে। প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের শুল্কহার বেশি হলে বিপদে পড়ার শঙ্কা দেখছেন চট্টগ্রামের উদ্যোক্তারা।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা এনবিআরের তথ্যে দেখা যায়, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশের মোট রপ্তানির ১৯ শতাংশের গন্তব্য ছিল যুক্তরাষ্ট্র। গত অর্থবছরে দেশের মোট পোশাক রপ্তানির ৪০ শতাংশের গন্তব্য ছিল যুক্তরাষ্ট্র। আবার চট্টগ্রামের মোট পোশাক প্রতিষ্ঠানের ৭০ শতাংশই নিয়মিত যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানি করে, সারা দেশে এই হার ৪৯ শতাংশ।

চট্টগ্রাম থেকে কেন শতাংশের হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি বেশি, জানতে চাইলে এশিয়ান গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আবদুস সালাম *প্রথম আলোকে* বলেন, আশি-নব্বই দশকে যুক্তরাষ্ট্রের কোটাসুবিধা নিয়ে চট্টগ্রামের উদ্যোক্তারা ব্যবসা সম্প্রসারণ করেছিলেন। যোগাযোগব্যবস্থাসহ নানা কারণে চট্টগ্রামে সে সময় অন্য দেশের ক্রেতারা আসতে চাইতেন না। ফলে ঢাকার কারখানাগুলো শুধু কোটার ওপর নির্ভরশীল ছিল না, অন্য দেশের ক্রেতাদের কার্যাদেশ পাওয়ার সুযোগ ছিল। চট্টগ্রামের সে সুযোগ কম থাকায় যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরতা বেড়েছে।

আশি-নব্বই দশকের চট্টগ্রামের রপ্তানির পরিসংখ্যান আলাদা করে পাওয়া যায়নি। তবে দুই দশক আগে ২০০৫-০৬ অর্থবছরের তথ্য থেকে পোশাক খাতের শীর্ষ পর্যায়ের উদ্যোক্তা আবদুস সালামের কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। ওই সময় পণ্য রপ্তানি হওয়া চট্টগ্রাম কাস্টমস, শাহজালাল বিমানবন্দর, কমলাপুর কাস্টমস ও বেনাপোল কাস্টমসের তথ্যে দেখা যায়, সে সময় সারা দেশের মোট পোশাক রপ্তানির ৩৩ শতাংশের গন্তব্য ছিল যুক্তরাষ্ট্র। তবে চট্টগ্রামের মোট পোশাক রপ্তানির ৬৩ শতাংশেরই গন্তব্য ছিল যুক্তরাষ্ট্র। দুই দশকের ব্যবধানে এখন এই হার কিছুটা কমলেও এখনো জাতীয় গড়ের তুলনায় বেশি।

যুক্তরাষ্ট্রমুখী পোশাক রপ্তানি

সূত্র: কাস্টমস, ডব্লিউটিও

যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানির হার

অর্থবছর	চট্টগ্রাম থেকে রপ্তানির হার	সারা দেশ থেকে রপ্তানির হার
২০০৫-০৬	৬৩%	৩৩%
২০২৪-২৫	৪০%	১৯%

জেলা অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির হার (২০২৪-২৫)

৪০% চট্টগ্রাম
২২% ঢাকা
১৩% গাজীপুর
১২% নারায়ণগঞ্জ

কী ছিল কোটাসুবিধায়

যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কমিশন ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নানা প্রকাশনা থেকে জানা যায়, আশির দশকে উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে পোশাক নেওয়ার জন্য কোটা বরাদ্দ করেছিল যুক্তরাষ্ট্র; অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশগুলোকে কত পরিমাণ পোশাকের ক্রয়াদেশ দেওয়া হবে, তা এই কোটার মাধ্যমে বরাদ্দ করা হতো। ১৯৭৪ সালে কার্যকর হওয়া মাল্টিফাইবার চুক্তির (১৯৭৪-৯৪) আওতায় এই কোটা পেত বাংলাদেশও।

১৯৯৪ সালে মাল্টিফাইবার চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর নতুন করে আবারও কোটাসুবিধা বহাল করা হয়। ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার 'দ্য অ্যাগ্রিমেন্ট অব টেক্সটাইল ও ক্লথিংয়ের (এটিসি)' আওতায় কোটা চালু হয়। এই কোটা বহাল ছিল ২০০৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী, ২০০৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে পোশাকে কোটাব্যবস্থা উঠে যায়।

যেভাবে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরতা বেড়েছে

বাংলাদেশে প্রথম রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানার দেশ গার্মেন্টসের যাত্রা শুরু হয় চট্টগ্রাম থেকে, ১৯৭৮ সালে। দেশ গার্মেন্টসের দেখানো পথ ধরে চট্টগ্রামে দ্রুত বিকশিত হতে শুরু করে এই শিল্প। সে সময় কোটাসুবিধার কারণে খুব সহজে ক্রয়াদেশ পেয়ে যেতেন উদ্যোক্তারা।

বিজিএমইএর হিসাবে, ১৯৯১ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রামে প্রায় ৪০০ নতুন তৈরি পোশাক কারখানা গড়ে উঠেছিল, যাদের বেশির ভাগের রপ্তানি ছিল যুক্তরাষ্ট্রে।

এ খাতের উদ্যোক্তারা জানান, যুক্তরাষ্ট্রের কোটাসুবিধার মেয়াদ শেষের আগে ইউরোপীয় ইউনিয়নে অগ্রাধিকারমূলক বাজারসুবিধা বা জিএসপি পায় বাংলাদেশ। এই সুবিধা প্রথম পুরোপুরি নিতে শুরু করেন ঢাকা অঞ্চলের উদ্যোক্তারা। ইউরোপীয় ক্রেতারাও চট্টগ্রামের চেয়ে ঢাকায় আসা-যাওয়ায় স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন। কারণ, চট্টগ্রামে ভালো মানের হোটেল ছিল না। যাতায়াত এখনকার মতো সহজ ছিল না। আবার কারখানা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নানা অনুমোদন ছিল ঢাকাকেন্দ্রিক। ব্যাংকিং-সুবিধা ছিল চট্টগ্রামের চেয়ে ঢাকায় বেশি। এতে ঢাকা অঞ্চলে তৈরি পোশাক খাত বিকশিত হতে শুরু করে। চট্টগ্রামে নতুন কারখানার প্রবৃদ্ধি কমে যায়। যেমন বিজিএমইএর হিসাবে, ১৯৯১ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রামে বছরে গড়ে ৪০টি কারখানা স্থাপিত হয়। আর ২০০৬ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ১০ বছরে গড়ে তা ১৭টিতে নেমে আসে। নতুন নতুন কারখানার সংখ্যা কমে আসায় পুরোনো উদ্যোক্তারাই এই খাতে এগিয়ে রয়েছেন, যাঁদের বেশির ভাগের বাজার যুক্তরাষ্ট্রনির্ভর।

প্রায় ৪০ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতাদের সঙ্গে ব্যবসা করে আসছে চট্টগ্রামের ক্লিফটন গ্রুপ। গ্রুপটির যাত্রা শুরুর প্রথম দুই দশকে একচেটিয়া রপ্তানি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে। কিছুটা বৈচিত্র্য আনলেও এখনো বেশির ভাগ পোশাক রপ্তানি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে।

জানতে চাইলে ক্লিফটন গ্রুপের পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এম ডি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, চট্টগ্রামে উদ্যোক্তাদের হাতেখড়ি হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানি দিয়ে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্রয়াদেশও ছিল বেশি। সে সময় হাতে ব্যবসা থাকায় নতুন বাজার খুঁজতে হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের কোনো কোনো ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এখানকার উদ্যোক্তাদের সম্পর্ক গড়িয়েছে দুই-তিন দশক পর্যন্ত। বড় বাজারটির ওপর অতিনির্ভরতার এটিই বড় কারণ।

বাজারবৈচিত্র্যে নজর দেওয়া দরকার

কোনো একক বাজারের ওপর অতিনির্ভরতাকে ব্যবসার জন্য ঝুঁকি মনে করছেন গবেষকেরা। জানতে চাইলে গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা শুল্কের ঘটনা মনে করিয়ে দিচ্ছে, কোনো কারখানার একক বাজারের ওপর নির্ভরশীলতা ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। তাই চট্টগ্রামের পোশাক রপ্তানিকারকদের এখন বাজার বৈচিত্র্যকরণে নজর দেওয়া দরকার।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

CamScanner

বণিক বার্তা
15 JUL 2025

শুল্কবিবাদে বিরতির সুযোগে বেড়েছে চীনের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে চলমান শুল্কবিবাদে বিরতির সুযোগ কাজে লাগাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে দেশ দুটির ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো। এ সুবাদে গত মাসে চীনের রফতানি বাজার কিছুটা গতি ফিরে পেয়েছে। অন্যদিকে আমদানিও পতনের মুখ থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। খবর রয়টার্স।

বর্তমানে একটি টেকসই বাণিজ্য চুক্তির জন্য আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম দুই অর্থনীতি। চুক্তি হবে, নাকি আবারো শতভাগের বেশি শুল্ক আরোপের ফলে বৈশ্বিক সরবরাহ চেইন ভেঙে পড়বে, সে অনিশ্চয়তা নিয়ে এখন ওয়াশিংটন ও বেইজিংয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন চীনা ব্যবসায়ীরা।

গতকাল চীনের শুল্ক বিভাগের তথ্যে দেখা যাচ্ছে, গত জুনে দেশটির রফতানি ২০২৪ সালের একই সময়ের তুলনায় ৫ দশমিক ৮ শতাংশ বেড়েছে। এ হার অর্থনীতিবিদদের প্রত্যাশিত দশমিক ৫ শতাংশ ও মে মাসের ৪ দশমিক ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধিকেও ছাড়িয়ে গেছে। অন্যদিকে আমদানি বেড়েছে ১ দশমিক ১ শতাংশ, যা মে মাসে ৩ দশমিক ৪ শতাংশ সংকোচনের বিপরীতে ইতিবাচক মোড়। যদিও বিশ্লেষকরা ১ দশমিক ৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধির প্রত্যাশা করেছিলেন।

গত মাসে চীন ১১ হাজার ৪৭০ কোটি ডলারের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত অর্জন করেছে, যা মে মাসের ১০ হাজার ৩২২ কোটি ডলারের চেয়ে অনেক বেশি।

ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের জ্যেষ্ঠ বিশ্লেষক চিম লি জানান, 'চীন থেকে ফ্রন্টলোডিং বা আগেভাগে পণ্য পাঠিয়ে রাখার প্রবণতা ধীরে ধীরে কমছে। তবে আগস্টের শুল্ক বিরতির সময়সীমা সামনে রেখে এ চাপ এখনো কিছুটা অব্যাহত রয়েছে।'

এ বিশ্লেষকের মতে, যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে রফতানি নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য শিথিলতা এসেছে। সেই সঙ্গে বাণিজ্য পরিস্থিতি এখন প্রায় এপ্রিলের মাঝামাঝি অবস্থানে ফিরে গেছে। মে মাসে জেনেভায় যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার বাণিজ্য আলোচনার পর জুনে বাণিজ্য সম্পর্কে কিছুটা স্থিতিশীলতা দেখা দেয়। বাণিজ্য চুক্তি অনুসারে, জুনে চীনের দুষ্প্রাপ্য খনিজ রফতানি আগের মাসের তুলনায় ৩২ শতাংশ বেড়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, গত মাসে গুরুত্বপূর্ণ খনিজের প্রবাহে বাধা কমানোর লক্ষ্যে সমঝোতা হয়েছে। সেটি কার্যকর হতে শুরু করেছে বলেই এ প্রবৃদ্ধি।

বিশ্লেষকরা আরো বলছেন, বাণিজ্য প্রবৃদ্ধি ভবিষ্যতে বজায় থাকবে এত সহজে বলা যায় না। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অন্যান্য বাণিজ্য অংশীদারদের ওপর নতুন করে শুল্ক আরোপ শুরু করেছেন, ফলে চীন নতুন ঝুঁকিতে পড়ছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, অনেক চীনা কোম্পানি পণ্য রফতানির জন্য ভিয়েতনামের মতো যেসব তৃতীয় দেশকে ব্যবহার করে, ওই সব দেশের ওপর মার্কিন চাপ বাড়লে চীন পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

সম্প্রতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছেন, ভিয়েতনামের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করা চীনা পণ্যের ওপর ৪০ শতাংশ শুল্ক বসানো হবে।

> গত মাসে চীন ১১ হাজার ৪৭০ কোটি ডলারের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত অর্জন করেছে, যা মে মাসের ১০ হাজার ৩২২ কোটি ডলারের চেয়ে অনেক বেশি

এছাড়া ট্রাম্প ব্রিকস সদস্য দেশগুলো থেকে আমদানির ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকিও দিয়েছেন। চীন এ জোটের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, তাই এ পদক্ষেপ তাদের জন্য আরো একটি বড় ঝুঁকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অন্যদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে চীনের সম্পর্কে নতুন করে টানাপড়েন তৈরি হয়েছে। ইইউর অভিযোগ, চীন অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদন করে বিশ্ববাজারকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে এবং রাশিয়ার যুদ্ধ অর্থনীতিকে পরোক্ষভাবে সমর্থন দিচ্ছে।

তবে বেইজিংয়ের হাতে ১২ আগস্ট পর্যন্ত সময় আছে। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি টেকসই চুক্তিতে পৌঁছানো না গেলে শুল্কযুদ্ধ আবার শুরু হওয়ার আশঙ্কা প্রবল।

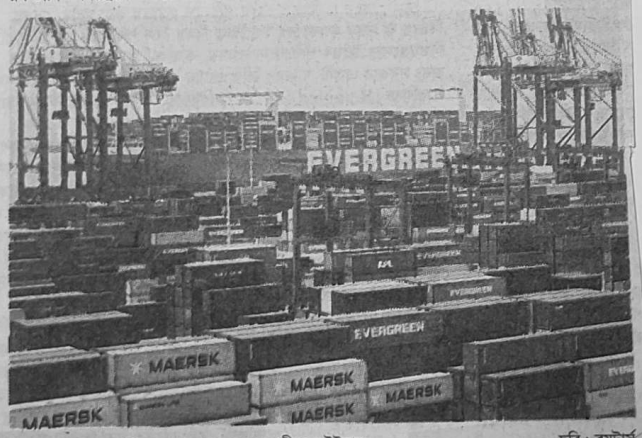

চীনের বন্দরে রফতানির অপেক্ষায় থাকা পণ্যবাহী কনটেইনার ছবি : রয়টার্স

ঢাকা।

বণিক বার্তা

15 JUL 2025

মার্কিন পণ্যে ২১ বিলিয়ন ইউরো শুল্ক আরোপের হুমকি ইইউর

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

মার্কিন পণ্যের ওপর ২১ বিলিয়ন ইউরো বা ২৪ দশমিক ৫২ বিলিয়ন ডলার সমমূল্যের শুল্ক আরোপের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। দুই পক্ষ যদি কোনো ধরনের বাণিজ্য চুক্তিতে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়, তবে মার্কিন শুল্কের পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসেবে এ শুল্ক ব্যবহার হবে। গতকাল স্থানীয় এক পত্রিকাকে এ তথ্য দেন ইতালির পররাষ্ট্রমন্ত্রী এন্তোনিও তাজানি। খবর রয়টার্স।

এর আগে গত শনিবার মেক্সিকো ও ইইউ থেকে আমদানীকৃত পণ্যের ওপর ৩০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কয়েক সপ্তাহের আলোচনার পরও যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান এ বাণিজ্য অংশীদাররা কোনো চুক্তিতে পৌঁছতে পারেনি। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১ আগস্ট থেকে শুল্ক আরোপের ঘোষণা আসে।

ইইউ রোববার জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কের প্রতিক্রিয়ায় তারা যে পাল্টা ব্যবস্থা নেয়ার পরিকল্পনা করেছিল, তার বাস্তবায়ন স্থগিতের মেয়াদ আগস্টের শুরু পর্যন্ত বাড়ানো হচ্ছে। আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো হবে। এন্তোনিও তাজানি জানান, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যদি কোনো ধরনের সমঝোতায় পৌঁছানো না যায় সে ক্ষেত্রে ২১ বিলিয়ন ইউরোর শুল্ক প্যাকেজ প্রস্তুত রয়েছে। এরপর আরো একটি শুল্ক তালিকা আসতে পারে।

তিনি বলেন, 'শুল্ক সবার ক্ষতি করে, প্রথমেই যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষতি করবে। যদি শেয়ারবাজার ধসে পড়ে, তাহলে মার্কিনদের পেনশন ও সঞ্চয় ঝুঁকির মুখে পড়বে।'

এন্তোনিও তাজানি জানান, লক্ষ্য হওয়া উচিত 'শূন্য শুল্ক' এবং কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও ইউরোপের মধ্যে মুক্ত বাজার প্রতিষ্ঠা।

CamScanner

The Financial Express

15 JUL 2025

INDIA LAND-PORT BAN ON BANGLADESHI EXPORTS TAKING TOLL

Jute exporters count addl $100/tonne as freight cost

Detour by sea to Kolkata erodes export competitiveness

SYFUL ISLAM

Jute-goods exporters now wobble under pressure of mounting transportation costs for using sea route, stakeholders say, as Indian land-port ban on Bangladeshi exports takes its toll.

Due to the restrictions-in a trade spat evidently following the July uprising in Bangladesh--millers and exporters are now forced to send jute goods by sea from Chittagong seaport to Nhava Sheva Port in Maharashtra in the West Coast of India from where goods are transported to Kolkata by road in a distant detour, they say.

As a result, the jute millers and exporters say, the cost of transportation of cargo per tonne increased by $100, making the item uncompetitive.

On June 27 this year, the Indian Directorate General of Foreign Trade issued notification restricting Bangladeshi jute and jute goods from entering India through land ports on the Bangladesh-India border. Only one seaport, Nhava Sheva Port, can be used to export jute from Bangladesh to India.

Recently, leaders of all the trade bodies in jute sector convened in a meeting and demanded that the government compensate them for the additional costs as special assistance to keep the sector afloat.

Abul Hossain, chairman of Bangladesh Jute Mills Association, in a letter to Finance Adviser Dr Salehuddin Ahmed said the port restriction would cast severe negative impact on the country's jute- and jute-goods sectors.

In the past, he writes, jute and jute goods had been exported by using Benapole, Hili and Bhomra land ports and so the transportation cost was significantly low. The use of sea route now adds up extra costs to exports to India.

Mr Hossain has also raised some more demands to help the industry thrive. He mentions that in the budget for FY26 the government imposed tax at source on raw jute at 0.5 per cent, 10-percent tax on cash incentives, and 1.0-percent tax on export price.

"The tax at source is being levied on farmers and middlemen so farmers will feel discouraged from producing jute, thus lowering jute production," he alerts.

The association demands withdrawal of all kinds of taxes on raw jute for the next five years to help the farmers survive.

Mr Hossain has also mentioned that since February 2024, the rate of cash incentives on export of different jute goods was lowered twice by around 60 per cent that leaves severe negative impact on the jute industry.

Moreover, the anti-dumping duty on Bangladeshi jute goods on the Indian side has further worsened the situation.

As such, the association has demanded restoring the cash incentives at the rates that had been before 2024, in order to help the sector flourish. A senior official at the ministry of finance told the FE it is true that restrictions on export of goods to India through land has raised the transportation costs of goods for Bangladeshi millers and traders.

This will lower their export competitiveness on the Indian market, compared to the past, the official said.

"We will scrutinise their proposals and see what can be done to compensate the miller and traders," he said.

In 2023, Bangladesh exported jute and jute goods worth $61.8 million to India. The imposition of anti-dumping duty on Bangladeshi jute and jute goods in 2017 caused a steep fall in export of the items to the neighbouring country.

Millers and traders fear the new land-port restrictions and subsequent cost escalation will further undercut export of Bangladeshi jute and jute goods to India.

syful-islam@outlook.com

CamScanner

opes alive after no-deal US tariff talks

Bangladesh prepares for third-round negotiation

High-power team may fly to Washington next week

FE REPORT

BD has a non-disclosure agreement with US on this that cannot be disclosed, says Commerce adviser

Stakeholders' opinions taken, so 'we are prepared to discuss any issues' that arise from US, commerce secretary tells press

The Financial Express

15 JUL 2025

Bangladesh now braces with preparation for a third-round tariff negotiations with the United States as hopes are yet alive for the lowering of a 35-parecnt duty wall built against its exports.

Commerce Adviser of the interim government Sk Bashir Uddin apprised reporters of the latest developments at a press conference held Monday at the commerce ministry upon his return from the second round of tariff negotiations with the USTR in Washington, DC.

The trade boss is hopeful about getting a positive outcome regarding the tariff issue on which negotiations can conclude before August 1, 2025 deadline.

A delegation from the Bangladesh side is expected to visit the USA middle of next week to resume the negotiations with the United States Trade Representative (USTR) to reduce the jacked-up tariff slapped on products exported to the US market from Bangladesh, said adviser.

He said, "We have sought time from the US for holding the third round of negotiations. We hope that the United States will set tariff that will be favourable for Bangladesh."

The commerce adviser holds the hope that Bangladesh will be able to continue business on the US market with the usual capabilities.

The last day of the second round of tariff talks was July 11 which began on July 09 at Washington, DC.

The adviser disclosed that Bangladesh has a non-disclosure agreement with the US on this matter. "As a result, it is not possible to tell the details of what the US wanted, or what we discussed at the last tariff talks."

Replying to a question as to what rate of US tariffs you prefer, the commerce adviser said, "We want zero tariff."

To another question on reported 40-percent local value-addition condition proposed by the US, the commerce adviser and the commerce secretary both said they had no idea about or did not know about local value addition (LVA) threshold for some apparel items.

Despite asking a good number of questions by reporters, the commerce adviser did not answer many at the press conference. Citing the reason for parrying the queries, he said Bangladesh signed a non-disclosure agreement (confidentiality agreement) with the United States in this regard. So, it is not possible to give details.

Commerce Secretary Mahbubur Rahman said the tariff imposed by the US is a big shock to Bangladesh. That is why the government is working from all levels.

Mr Rahaman said some work had already been done, some more needs to be done.

"Now we have discussed with the stakeholders. We took their opinions. We are prepared. We will discuss any issues that come up with the United States."

On July 07 last, the Trump administration declared a plan to impose 35-percent tariff on products exported to the US market from Bangladesh, beginning August 01, 2025.

To this end, US President Donald J Trump sent a letter to the Chief Adviser of the Bangladesh interim government, Muhammad Yunus. The new tariff is 2.0-percent lower than the initially declared rate of 37 per cent, issued three months ago, dated April 02 last. It was supposed to take effect from April 09.

The National Security Adviser and the Commerce Adviser of Bangladesh already sat in a meeting with the United States Trade Representative (USTR) representatives on July 03. The meeting ended sans decision.

In the meantime, various countries have signed bilateral agreements with the United States through negotiations. Bangladesh is also trying to strike a bilateral agreement.

That is why a delegation led by the Commerce Adviser held several meetings with the USTR.

However, Bangladesh and the US could not agree on all issues in the last talks.

Before the briefing, the commerce adviser had a consultation with stakeholders, leaders of the trade bodies, economists, businesspersons and senior officials.

BGMEA President Mahmud Hasan Khan, BKMEA President Mohammad Hatem, Bangladesh Chamber of Industries President Anwar-ul Alam Chowdhury (Parvez), Leather goods and Footwear Manufacturers & Exporters Association of Bangladesh(LFMEAB) and Apex Footwear Managing Director (MD) Syed Nasim Manzur, SANEM Executive Director Dr Selim Raihan, Policy Exchange Bangladesh Chairman Dr M Masrur Reaz, RAPID Chairman Dr Abdur Razzak, former Tariff Commission member Mostafa Abid Khan, FBCCI Administrator MD Hafizur Rahman and senior officials of the commerce ministry were among others present at the consultation meeting.

On behalf of the businessmen, BKMEA President Mohammad Hatem said, "The government is holding tariff discussions with US with utmost importance. We are satisfied with what the government has informed us about the discussions that have already taken place."

The third and final day of the second round of negotiations on the tariff issue between Bangladesh and the US concluded on July 11, 2025.

However, several issues remain unresolved in the tariff talks. Both nations decided to continue inter-ministerial discussions.

In the wake of the three-day talks, the trade adviser, Sheikh Bashir Uddin, and National Security Adviser Dr Khalilur Rahman are optimistic that a positive position can be reached within the stipulated time, according to a press release issued by the chief adviser office on July 12 last after the end of tariff talks.

The United States is Bangladesh's single-largest export-destination country, accounting for 17.09 per cent of total exports in FY 2023-24, according to the Export Promotion Bureau (EPB).

Bangladesh's top export item to the US is ready-made garments, which currently faces the most-favoured-nation (MFN) tariff rate of 11.8 per cent on knitwear and 9.91 per cent on woven garments.

rezamumu@gmail.com

CamScanner